দৈনিক খবর

তারিখ ... 7 JUN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

এইচএসসি পরীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

॥ দীপক ভৌমিক ॥

আগামীকাল বৃহস্পতিবার এইচএসসি পরীক্ষা। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ৩ লাখ ২২ হাজার ১৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৫২০। জেদ্দা, রিয়াদ ও কুয়েতের ৩টি কেন্দ্রেও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এইচএসসি পরীক্ষা নিঃসন্দেহে ছাত্র জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা। কারণ এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীর সোনালী ভবিষ্যৎ। এই পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী দিনে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের অবতারণা করবে অথবা তলিয়ে যাবে অরণ্যের গহীন অন্ধকারে।

যা হোক, এবারের এইচএসসি পরীক্ষা আমাদের সামনে আসছে একটু ভিন্নধর্মী আবেদন নিয়ে। তাই আমার এ লেখারসবতারণা।

বিগত দিনের পরীক্ষায় বিশেষতর স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপক নকলবাজির খবরকে আমার মনে হয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কয়েক বছর পর পর এতো নকলবাজি চলেছে এদেশে যে কোন বছরের সঙ্গেই কোন বছরের তুলনা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু কেন এই নকলবাজি? কেন এই সর্বনাশা প্রবণতা আমাদের তরুণ ছাত্রসমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে? আসুন একটু গভীর বিবরে প্রবেশ করা যাক।

প্রথমেই দেখা যাক একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে নকলপ্রবণতা দেখা দেয় কেন? এর প্রথম কারণই আমি বলবো, পড়াশোনায় অমনোযোগিতা। যখনই ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়, স্বভাবতঃই তখন সে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে সে পরীক্ষায় ফেল করে। ফেল করার ফলে তার মধ্যে আলাদা এক ধরনের মানসিকতা মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। সে অসদুপায় অবলম্বনের উপায় খোঁজে এবং সুযোগ পেলেই অন্যের খাতা দেখে টোকে বা নকল করে নিজের বয়ে আনা কাগজ বা বইপত্রের পাতা দিয়ে।

দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, পরিবেশ তাকে বাধ্য করে। কিভাবে? একজন ভালো ছাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখলো তার সহপাঠী ছাত্রবন্ধুরা এক ধারসে নকল করছে। শিক্ষকরা দেখেও বাধা দিচ্ছে না। স্বভাবতঃই তখন ঐ ভালো ছাত্র বা ছাত্রী একটা ধাঁধায় পড়ে যাবে। তার সমস্ত খাটাখাটুনী রসাতলে যেতে বসবে। কারণ, সে দেখবে সবাই যখন দেখে লিখছে তখন আমি কষ্ট করে পড়ে লিখবো কেন? ওতো সারা বছর না পড়েই আমার থেকে হয়তো বা ভালো রেজাল্ট করবে। তাহলে কেন এই খামোখা খাটাখাটি। এখানে পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীর মন-মানসিকতাকে পাল্টে ফেলে। ঠেলে দেয় সর্বনাশা এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে।

তৃতীয়তঃ শিক্ষক ও প্রশাসনের গড়িমসি বা গাফিলতি। পরীক্ষা কেন্দ্রে যে সমস্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তা গার্ড দেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মচারী অসৎ। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করতে উৎসাহ দেয় বা সহযোগিতা করে। অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনী করেন। তিনি দেখেন তার ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ভালোভাবে পাস না করে তাহলে তার কাছে আর কেউ পড়তে আসবে না। কর্মকর্তা দেখে তার সহকর্মীর বা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলে-- নকল ধরা যাবে না। অথবা এখানে নকল ধরলে প্রহৃত বা লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা অধিক। অতএব, কি দরকার ঝামেলায় জড়িয়ে?

তাই দেখা যায় নকলপ্রবণতা তৈরীতে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সমানভাবে দায়ী। দায়ী অভিভাবকও। একটা জিনিস একটু চেষ্টা করলেই পরীক্ষা কেন্দ্রে দেখতে পাবেন আর সেটা হচ্ছে কোন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে তার অসংখ্য শুভাকাংঙ্খীর আগমন। কেউ নকল লেখার জন্য, কেউ সাপ্লাই দেবার জন্য, কেউ বা বহিরাগতদের সঙ্গ দেবার জন্য পরীক্ষা

৫-এর পাতায় দেখুন

এইচএসসি

৬-এর পাতার পর

কেন্দ্রে হাজির। অভিভাবক হলে ঢোকার পূর্বে তার সন্তানকে বলে দেন- নকল চলতে পারে, যা পারিস সাথে নিয়ে যা। সুযোগ পেলে সদ্ব্যবহার করবি। অমুক স্যারকে বলা আছে তোকে সাহায্য করবে। অথবা অভিভাবক যদি হন একটু প্রভাবশালী তিনি নিজেই হলে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসেন তার সন্তানকে বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে। আমার সন্তানকে একটু দেখবেন। এই যে একটু দেখবেন এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রচ্ছন্ন এক সর্বনাশা ইঙ্গিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে অভিভাবকের যাচ্ছে নিজেরই সন্তানের সোনালী ভবিষ্যৎ। কিন্তু কেন এই সর্বনাশা নেশা? কেন এই প্রবণতা আজ আমাদের মধ্যে? জাতি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অবক্ষয়ের কালো ধোঁয়া গ্রাস করছে আমাদের। আমরা তলিয়ে যাচ্ছি অন্ধকারের অতল গহ্বরে- সীমাহীন নিরাশার গহ্বরে নিপতিত হচ্ছি আমরা।

আজ আমার একজন শিক্ষকের কথা খুব বেশী করে মনে পড়ছে। আমি এর আগে একটা আঞ্চলিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'নকল এক সর্বনাশা নেশা' নামে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম। সমগ্র বাংলাদেশ ছিলো তার প্রেক্ষাপট। তো যাই হোক, প্রতিবেদন ছাপা হবার বেশ কিছুদিন পরে আমি একদিন সেই কলেজে দেখা করতে গিয়েছি কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে। কথায় কথায় সেই শিক্ষক তুললেন আমার ঐ প্রতিবেদনের কথা এবং ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, অন্য কলেজেও তো এরচেয়ে বেশী নকল চলে, স্যাররা সহযোগিতা করে, তাহলে আমরা কি দোষ করলাম- তুমি আমাদের কথা লিখেছো। ক্ষোভে কেটে পড়লেন ভদ্রলোক।

যতোই বুঝাতে চেষ্টা করি এটা আপনার কলেজকে কেন্দ্র করে লিখিনি- এটা দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে লিখিত উনি ততোই রেগে যান। ভাবগতিক দেখে তণে ভঙ্গ দিলাম।

একজন শিক্ষক তার মধ্যে যদি এই মানসিকতা 'গ্রো' করে তাহলে আমরা কোথায়যাবো?

যা হোক, আমাদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে নকল রোধকল্পে।